বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক সম্পাদিত

আর্থিক নিরীক্ষার সংক্ষিপ্ত সার

(প্রথম খন্ড)

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ২২টি এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন

বোর্ডের ১৭টি কার্যালয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০০৩-২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ২৬-৮-১৪১৩ বাং / ১০-১২-২০০৬ খ্রিঃ

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্যসমূহ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান
(Audited Units)

ঃ (ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত বিভাগ সমূহ ঃ

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, বংশাল, ঢাকা।

২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, খিলগাঁও ঢাকা।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, নারায়ণগঞ্জ, (পূর্ব ও পশ্চিম), ঢাকা।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, মানিকনগর, ঢাকা।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, কাজলা, ঢাকা।

৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, আজিমপুর, ঢাকা।

৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, শ্যামলী, ঢাকা।

৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, নারিন্দা, ঢাকা।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, জিগাতলা, ঢাকা।

১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, রাজারবাগ, ঢাকা।

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, মগবাজার, ঢাকা।

১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, পোস্তাগোলা, ঢাকা।

১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, লালবাগ, ঢাকা।

১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, সিদ্ধিরগঞ্জ, ঢাকা।

১৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, সাতমসজিদ রোড, ঢাকা।

২০। নর্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, স্বামীবাগ, ঢাকা।

২১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, তেজগাঁও, ঢাকা।

২২। নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন বিভাগ-১, ডেসা, গুলশান-১ ঢাকা।

(খ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত বিভাগ সমূহ ঃ-

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ।

২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী।

৪। আবাসিক প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, ঝালকাঠি।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, পাহাড়তলী, বিউবো, চট্টগ্রাম।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, পাথরঘাটা, বিউবো, চট্টগ্রাম।

৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, বগুড়া।

৮। আবাসিক প্রকৌশলী, ঝালকাঠি বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, কুষ্টিয়া।

৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, সিলেট।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, মৌলভী বাজার।

১১। আবাসিক প্রকৌশলী, বিউবো, ঝালকাঠি।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ বিউবো, কুমিল্লা।

১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক পূর্ত নির্মাণ বিভাগ, বিউবো, চট্টগ্রাম।

১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্মাণ বিভাগ ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, বিউবো, কুমিল্লা।

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৬ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প বিভাগ-৩, বিউবো, নওগাঁ।

১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, বিউবো, ময়মনসিংহ।

১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্ত নির্মাণ বিভাগ-১, বিউবো, বিউবো, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি : আর্থিক নিরীক্ষা।
(Nature of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বছর : ২০০৩ - ২০০৪।
(Audited Year)

নিরীক্ষা দৃষ্টি ভংঙ্গী : স্থানীয়ভাবে যাচাই নিরীক্ষা।
(Audit Approach)

নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ : বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি।
(Audit Methodology)

নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল : চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
(Audit Information Collection Technique

নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরণ : মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহ।
(Pattern of Audit Information)

অনিয়মের অডিট ফাইন্ডিংস (Major Audit Findings)

(ক) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ

	জড়িত টাকা
• উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিষ্টেম লস্ সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সংস্থার ক্ষতি।	৩২,২৭,৫৭,১৭৯
• বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া।	২৫৭,২৫,৫৩,০৬৫
• এম ও ডিতে প্রকৃত সিষ্টেম লস্ ৫৪% এর স্থলে ৩৩% প্রদর্শন করায় সংস্থার ক্ষতি।	১৪,০৯,৫৪,৪৭৪
• সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	১,৫১,২৭,৪০৩
• মিউনিসিপ্যাল আ উট ফল ষ্টাফ কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া।	১,৯৪,১৩,১৪৮
• বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।	৯২,৩২,২২৫
• ক্রয়কৃত মালামালের হিসাব নেই।	৭,৭৮,৯৬৬
• ভুগর্ভস্থ ক্যাবল প্রতিস্থাপনে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২,২৮,০০১
• ভাড়া বাড়ী মেরামতের নামে ক্ষতি।	৪,৬৪,৯৫৮
• কর্মচারীদিগকে প্রতি মাসে মূল বেতন অপেক্ষা অধিক হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	৩,৯৪,৮০৫
• অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে শ্রমিক নিয়োগ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩,৮৬,৬১৪
• ক্যাবল স্থাপন কাজে অধিক পরিমান বালু ভরাট কাজ দেখিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩,১০,৪৩৭
• অনুমান ভিত্তিক পাওয়ার ফেক্টর দেখিয়ে বিদ্যুৎ এর অপচয়সহ জেনারেটিং সিষ্টেম ও ডেসার ক্ষতি।	নাই
• এফ ও সি শ্রেণীর গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	৬৬,২০,০৬০
• ঠিকাদার কর্তৃক বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত না করা সত্ত্বেও কার্যমূল্য পরিশোধে ক্ষতি।	৫,৯৫,৭৯৫
মোট=	৩০৮,৯৮,১৭,১৩০

(খ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

• সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া।	২,৭৭,৬৬,৫০০
• সিষ্টেম লসের নামে বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়।	৩,২৮,৩২,৬৭১
• নিখোঁজ গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	২,৫১,৫৪,৮০০
• এফ ও সি শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	৬৯,৩০,৭৭৬
• অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান।	৩০,৩৭,৮৪৪
• নিয়মিত লোড ব্যালেন্সিং না করায় ৯টি ট্রান্সফরমার পুড়ে বোর্ডের ক্ষতি।	৮,০৪,০০০
• সিডিউল বহির্ভূত আইটেমের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ।	৬,৩২,৪০০
• প্রকৃত কাজের চেয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩,৮২,৩৭৩
মোট =	৯,৭৫,৪১,৩৬৪
সর্বমোট =	৩১৮,৭৩,৫৮,৪৯৪.০০

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

(Causes of Irregularities and Losses)

- ☐ সরকারী এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনে অনীহা।
- ☐ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট হতে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় না করা।
- ☐ সিষ্টেম লস নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না রাখা।
- ☐ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু (Management Issues)

- ☐ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল অনাদায়।
- ☐ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার ফলে বিপুল অংকের টাকা অনাদায়ী।
- ☐ বরাদ্দের অব্যয়িত অর্থে অপ্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়।

অডিটের সুপারিশ

(Suggestions)

- রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- রাজস্ব আদায় করে তা তাৎক্ষণিকভাবে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- আহরিত বিদ্যুৎ বিলের টাকা যথাসময়ে হিসাবভুক্ত করা।
- বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ পদেক্ষেপ নেয়া।
- সিষ্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সর্বক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর-নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক নিরীক্ষা ও শতকরা হারভিত্তিতে নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় যাচাই সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উল্লিখিত আপত্তিসমূহের বিষয়ে সচিব বরাবরে যোগাযোগ করা হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় ২৩টি আপত্তিকেই এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

(ওয়াজির আহ্‌মেদ ফাতেহ)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা
তারিখঃ- ১৯-৮-১৪১৩ বাং
০৩-১২-২০০৬ খ্রিঃ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক সম্পাদিত

আর্থিক নিরীক্ষা সংক্ষিপ্ত সার

(২য় খন্ড)

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ২২টি এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন

বোর্ডের ১৭টি কার্যালয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ ২০০৩-২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ২৬-৮-১৪১৩ বাং / ১০-১২-২০০৬ খ্রিঃ বাং/খ্রিঃ

আপত্তির সারসংক্ষেপ

(ক)	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিষ্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সংস্থার ক্ষতি।	৩২,২৭,৫৭,১৭৯	১
২.	বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া।	২৫৭,২৫,৫৩,০৬৫	২
৩.	এম ও ডিতে প্রকৃত সিষ্টেম লস্ ৫৪% এর স্থলে ৩৩% প্রদর্শন করায় সংস্থার ক্ষতি।	১৪,০৯,৫৪,৪৭৪	৩
৪.	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	১,৫১,২৭,৪০৩	৪
৫.	মিউনিসিপ্যাল আউট ফল ষ্টাফ কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ।	১,৯৪,১৩,১৪৮	৫
৬.	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।	৯২,৩২,২২৫	৬
৭.	ক্রয়কৃত মালামালের হিসাব নেই।	৭,৭৮,৯৬৬	৭
৮.	ভূগর্ভস্থ ক্যাবল প্রতিস্থাপনে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২,২৮,০০১	৮
৯.	ভাড়া বাড়ী মেরামতের নামে ক্ষতি।	৪,৬৪,৯৫৮	৯
১০.	কর্মচারী দিগকে প্রতি মাসে মুল বেতন অপেক্ষা অধিক হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	৩,৯৪,৮০৫	১০
১১.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে শ্রমিক নিয়োগ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩,৮৬,৬১৪	১১
১২.	ক্যাবল স্থাপন কাজে অধিক পরিমান বালু ভরাট কাজ দেখিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩,১০,৪৩৭	১২
১৩.	অনুমান ভিত্তিক পাওয়ার ফেক্টর দেখিয়ে বিদ্যুৎ এর অপচয়সহ জেনারেটিং সিষ্টেম ও ডেসার ক্ষতি।	-	১৩
১৪.	এফ ও সি শ্রেণীর গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	৬৬,২০,০৬০	১৪
১৫.	ঠিকাদার কর্তৃক বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত না করা সত্ত্বেও কার্যমূল্য পরিশোধে ক্ষতি।	৫,৯৫,৭৯৫	১৫
	মোট=	৩০৮,৯৮,১৭,১৩০	
(খ)	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড		
১৬.	সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া।	২,৭৭,৬৬,৫০০	১৬
১৭.	সিষ্টেম লসের নামে বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়।	৩,২৮,৩২,৬৭১	১৭
১৮.	নিখোঁজ গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	২,৫১,৫৪,৮০০	১৮
১৯.	এফ ও সি শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী।	৬৯,৩০,৭৭৬	১৯
২০.	অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান।	৩০,৩৭,৮৪৪	২০
২১.	নিয়মিত লোড ব্যালেন্সিং না করায় ৯টি ট্রান্সফরমার পুড়ে বোর্ডের ক্ষতি।	৮,০৪,০০০	২১
২২.	সিডিউল বহির্ভূত আইটেমের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ।	৬,৩২,৪০০	২২
২৩.	প্রকৃত কাজের চেয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৩,৮২,৩৭৩	২৩
	মোট =	৯৭৫,৪১,৩৬৪	
(ক)	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	৩০৮,৯৮,১৭,১৩০	
(খ)	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৯৭৫,৪১,৩৬৪	
	সর্বমোট =	৩১৮,৭৩,৫৮,৪৯৪.০০	

অনুচ্ছেদঃ-১

শিরোনাম ঃ **উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে সিষ্টেম লস সীমিত রাখতে ব্যর্থতার দরুন সংস্থার ৩২,২৭,৫৭,১৭৯ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ মাত্রাতিরিক্ত সিষ্টেম লসের কারণে ডেসার ৬টি নিরীক্ষিত ইউনিটে বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়।

- নিরীক্ষিত অফিস ঃ- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, বংশাল, কাকরাইল, নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব), টংগী (পশ্চিম), নারায়ণগঞ্জ (পশ্চিম), খিলগাঁও।
- নিরীক্ষার বৎসর ঃ- ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- নিরীক্ষার সময় ঃ- ০১-৩-২০০৫ হতে ৭-৩-২০০৫, ০৩-৩-২০০৫ হতে ৭-৩-২০০৫, ১০-৩-২০০৫ হতে ১৪-৩-২০০৫, ৭-৬-২০০৫ হতে ১২-৬-২০০৫, ৬-৩-২০০৫ হতে ৯-৩-২০০৫, ৬-৩-২০০৫ হতে ৯-৩-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ- ৩২,২৭,৫৭,১৭৯ টাকা (পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালে ডেসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সিষ্টেম লসের হার ছিল ১৫%। কিন্তু বর্ণিত অফিসসমূহ সিষ্টেম লস উক্ত নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বিভাগীয় অফিসের এলাকাসমূহ গ্যাস সরবরাহ না থাকায় অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে গ্রাহকগণ হিটার ব্যবহার করায় লসের পরিমান সীমিত রাখা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতমূলক। বর্ণিত অবৈধ কর্মকান্ড রোধে সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহ কর্তৃক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। এতদ্ব্যতীত ডেসা কর্তৃপক্ষ থাকা সত্ত্বেও এরূপ অবৈধ কার্যক্রম চালানো কিভাবে সম্ভব হল, তার কোন ব্যাখ্যাও পাওনা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ সিস্টেম লস রোধ কল্পে জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-২

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২,৫৭,২৫,৫৩,০৬৫ টাকা বকেয়া।**

বিষয়বস্তু ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট থেকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হয়নি।

- **নিরীক্ষিত অফিস** ঃ-নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা, মানিকনগর, কাজলা, আজিমপুর, শ্যামলী, কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, নারায়ণগঞ্জ (পশ্চিম), ধানমন্ডি, নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব), খিলগাঁও, নারিন্দা, জিগাতলা, বাংলাবাজার, রাজারবাগ, মগবাজার, পোস্তগোলা, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর** ঃ-২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ- ১০-৩-২০০৫ হতে ১৫-৩-২০০৫, ৫-৪-২০০৫ হতে ৯-৪-২০০৫, ৪-৪-২০০৫ হতে৭-৪-২০০৫, ৩-৪-২০০৫ হতে ৭-৪-২০০৫, ৩-৩-২০০৫ হতে ৭-৩-২০০৫, ৬-৬-২০০৫ হতে ১২-৬-২০০৫, ৬-৩-২০০৫ হতে ৯-৩-২০০৫, ৮-৬-২০০৫ হতে ১৩-৬-২০০৫, ১০-৩-২০০৫ হতে ১৪-৩-২০০৫, ৬-৩-২০০৫ হতে ৯-৩-২০০৫, ৫-৪-২০০৫ হতে ৯-৪-২০০৫, ৫-৫-২০০৫ হতে ১০-৫-২০০৫, ৫-৬-২০০৫ হতে ১২-৬-২০০৩, ১২-৬-২০০৫ হতে ১৫-৬-২০০৫, ৯-৫-২০০৫ হতে ১৩-৫-২০০৫, ০৯-৫-২০০৫ হতে ১২-৫-২০০৫ এবং ১০-৩-২০০৫ হতে ১৫-৩-২০০৫।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি** ঃ- ২,৫৭,২৫,৫৩,০৬৫ টাকা (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭ (এ) নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক সকল প্রকার রাজস্ব আদায় করা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব হলেও এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বকেয়া আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আদায়ের পর অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতমূলক। দীর্ঘদিন যাবৎ এত বিপুল পরিমাণ বকেয়া পড়ে থাকা সত্ত্বেও বকেয়া আদায়ের জন্য কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ জরুরী ভিত্তিতে বকেয়া আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-৩

শিরোনাম ঃ এম ও ডিতে প্রকৃত সিষ্টেম লস ৫৪% এর স্থলে ৩৩% প্রদর্শন করায় সংস্থার ১৪,০৯,৫৪,৪৭৪ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ নিরীক্ষাধীন ইউনিট কর্তৃক মোট আমদানীকৃত বিদ্যুৎ শক্তি হতে এমওডিতে ২১% বা ৮১৮৫৬০৭ ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি কম দেখিয়ে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা, লালবাগ, ঢাকা
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ২৭-০৪-২০০৫ হতে ০৩-০৫-২০০৫ পর্যন্ত।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ১৪,০৯,৫৪,৪৭৪ টাকা (পরিশিষ্ট -৩ দ্রঃ)

অনিয়ম ঃ এম ও ডিতে সিষ্টেম লস ৫৪% এর স্থলে ৩৩% প্রদর্শন করে অর্থাৎ (সিষ্টেম লস) কম দেখিয়ে ডেসার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ ফিডার ভিত্তিক ট্রান্সফরমার ও মিটার রিডিং বই কম্পিউটারে সঠিকভাবে না থাকার ফলে কম্পিউটার কর্তৃক প্রদর্শিত এম ও ডি তে সিষ্টেম লস প্রকৃত এম ও ডি এর চেয়ে কম। হিসাব বহির্ভূত সিষ্টেম লস যা দেখানো হয়েছে তা সঠিক নয়। দপ্তর কর্তৃক এম ও ডিতে যে বিক্রিত ইউনিট দেখানো হয়েছে তা সঠিক।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব প্রমানক দ্বারা সমর্থিত নহে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ প্রকৃত সিস্টেম লস প্রদর্শন না করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ এবং সিস্টেম লস রোধকল্পে জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৪

শিরোনাম ঃ **সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১,৫১,২৭,৪০৩ টাকা অনাদায়ী।**

বিষয়বস্তু ঃ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের নিকট দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, বাংলা বাজার। নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা সিদ্দিরগঞ্জ। নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা, কাকরাইল, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা সেগুনবাগিচা। নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ- ২০০৩-২০০৪।**
- **নিরীক্ষার সময় ঃ- ৫-৬-২০০৫ হতে ১২-৬-২০০৫, ২০-৩-২০০৫ হতে ২-৪-২০০৫, ৩-৩-২০০৫ হতে ৭-৩-২০০৫, ৬-৬-২০০৫ হতে ১২-৬-২০০৫, ১০-৪-২০০৫ হতে ১৪-৪-২০০৫।**
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ- ১,৫১,২৭,৪০৩** টাকা (পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭ (এ) এবং বি এফ আর ৫৩ (এ) ধারা মোতাবেক বোর্ডের যাবতীয় পাওনা আদায়ের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী দায়ী। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রতিপালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব/মন্তব্য প্রমাণক দ্বারা সমর্থিত নহে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ জরুরী ভিত্তিতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৫

শিরোনাম ঃ **মিউনিসিপাল আউটফল ষ্টাফ কোয়াটারে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১,৯৪,১৩,১৪৮ টাকা বকেয়া।**

বিষয়বস্তু ঃ সিটি কর্পোরেশন আউটফল ষ্টাফ কোয়ার্টার এর বিপরীতে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১,৯৪,১৩,১৪৮ টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যা আদায় করা আবশ্যক।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, মানিকনগর, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ১০-০৩-২০০৫ হতে ১৫-০৩-২০০৫ পর্যন্ত।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ১,৯৪,১৩,১৪৮ টাকা (পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মূল্যহার ও নিয়মাবলী জুলাই/৮৯ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং-২৪.২ এ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থ গ্রাহকদের নোটিশ প্রদান, অনুচ্ছেদ-২৪.৩ এ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ৩১.৩ অনুচ্ছেদে গ্রাহকের বকেয়ার বিপরীতে জামানতের অর্থ সমন্বয় সাধন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বকেয়া বিল আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রতিপালিত হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ বকেয়া আদায়ের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ জরুরী ভিত্তিতে বকেয়া টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৬

শিরোনাম ঃ **বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৯২,৩২,২২৫ টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।**

বিষয়বস্তু ঃ ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের অধীন ২টি অফিসের ৭৪ জন গ্রাহকের নিকট পাওনা ৯২,৩২,২২৫ টাকা অনাদায় থাকা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, স্বামীবাগ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, কাজলা, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ৪-৫-২০০৫ হতে ৯-৫-২০০৫খ্রিঃ
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৯২,৩২,২২৫ টাকা (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-বিজ্বাখস (সম-২) বিবিধ ৬/৯৯/৫৪১(৬) তারিখঃ-১১-৯-২০০২ এবং বিদ্যুতের মূল্যহার ও নিয়মাবলী/১৯৮৯ এর ৩১, ৩ ও ২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী দুই মাসের অধিক সময়ের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থ গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু ১৪ মাস হতে ৪৯ মাস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণের নিকট বিভিন্ন মাসের বকেয়া পাওনা সত্ত্বেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরনের কার্যক্রম ও বকেয়া টাকা আদায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বকেয়া টাকা আদায় পূর্বক অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব নিষ্পত্তিমূলক নহে। দীর্ঘ দিন উক্ত বকেয়া থাকা সত্ত্বেও কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ এ অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৭

শিরোনাম ঃ **ক্রয়কৃত ৭,৭৮,৯৬৬ টাকা মূল্যের মালামালের হিসাব নেই।**

বিষয়বস্তু ঃ ক্রয়কৃত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মালামালের হদিস নেই।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, শ্যামলী, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ০৩-৪-২০০৫ হতে ৭-৪-২০০৫ খ্রিঃ।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৭,৭৮,৯৬৬ টাকা। (পরিশিষ্ট- ৭ দ্রঃ)

অনিয়ম ঃ সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস এ্যাকাউন্ট কোডের ১০৫-১০৬ এবং সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টাল কোডের ১২১ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক ক্রয়কৃত মালামাল যথাযথভাবে হিসাবভুক্ত করতঃ চাহিদাপত্রের বিপরীতে ইস্যু করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান হতে বিরত থাকে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৮

শিরোনাম ঃ- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল প্রতিস্থাপনে ২,২৮,০০১ টাকা অনিয়মিতিভাবে অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিষয়বস্তু ঃ- পরিচালন ও সঞ্চালন বিভাগ তেজগাঁও এলাকায় বাৎসরিক চুক্তি ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল প্রতিস্থাপনে ৭,৩১,৭৭৭টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রেট সিডিউল অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রস্থ ও থিকনেস দেখিয়ে মাটি খনন ও ভিটি বালি সরবরাহ ও ইট সরবরাহ এবং স্থাপন দেখিয়ে ২,২৮,০০১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

- **নিরীক্ষা অফিস ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ, ডেসা, তেজগাঁও, ঢাকা।
- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৪
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ ০৫-০৫-২০০৫ হতে ১০-০৫-২০০৫।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ** ২,২৮,০০১ টাকা (পরিশিষ্ট- ৮ দ্রষ্টব্য)।

নিরীক্ষা অফিস ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বিওবি বিভাগ, ডেসা, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনিয়ম ঃ রেট সিডিউল অনুযায়ী (১) দৈর্ঘ্য× প্রস্থ ০.৫০ × ১.০৫ মিঃ মাটি খনন (২) দৈর্ঘ্য× প্রস্থ ০.৫০০ × উচ্চতা ০.৩০০ (০′-৬″+০′-৬″) ভিটি বালি সরবরাহ এবং (৩) ইট সরবরাহ প্রতি মিটারে ৮টি। কিন্তু এর অতিরিক্ত প্রস্থ ও থিকনেসে কাজ করায় অনিয়মিত ভাবে অতিরিক্ত পরিশোধিত হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ যথাযথ নিয়মে ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। কোন অনিয়ম করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ রেট সিডিউল অপেক্ষা অতিরিক্ত মাটি খনন, ভিটিবালি ও ইট সরবরাহ করায় জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৯

শিরোনাম ঃ **ভাড়া বাড়ী মেরামতের নামে ৪,৬৪,৯৫৮ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ ভাড়া বাড়ীর মালিকের সঙ্গে মাসিক ১৯,০০০ টাকা ভাড়ায় চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক বাড়ী মেরামতসহ অন্যান্য কাজ বাড়ীর মালিক সম্পাদন করবেন।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি ডেসা পোস্তখোলা, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ০১-৩-২০০৫ হত ১৫-৩-২০০৫খ্রিঃ
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৪,৬৪,৯৫৮ (পরিশিষ্ট ৯ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ চুক্তি পত্রের ৯নং শর্ত মোতাবেক বাড়ীর মালিক সকল মেরামত কাজসহ অন্যান্য কাজ করার জন্য চুক্তি বদ্ধ হন। কিন্তু উক্ত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে বিভাগ কর্তৃক মেরামত কাজ দেখিয়ে উক্ত টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ নথিপত্র ও বিল ভাউচার পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ নিরীক্ষিত ইউনিট জবাব প্রদান হতে বিরত থাকে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ চুক্তির শর্ত লংঘন করে উক্ত টাকা পরিশোধের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-১০

শিরোনাম ঃ **কর্মচারীদিগকে প্রতি মাসের মূল বেতন অপেক্ষা অধিক হারে অধিকাল (ওটি) ভাতা বাবদ ৩,৯৪,৮০৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ, যা আদায়যোগ্য।**

বিষয়বস্তু ঃ কর্মচারীদের অধিকাল ভাতা (ওটি), বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অধিকাল ভাতার ৯ মাসের বিল ১টি বিলের মাধ্যমে ৬৬ জন কর্মচারীকে মূল বেতন অপেক্ষা অধিক হারে ৩,৯৪,৮০৫.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ধানমন্ডি, ডেসা, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০২-২০০৩ ও ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ৮-৬-২০০৫ হতে ১৩-৬-২০০৫ পর্যন্ত।
- ডেসার আর্থিক **ক্ষতি ঃ-** ৩,৯৪,৮০৫ টাকা (পরিশিষ্ট ১০ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ স্থানীয় কার্যালয়ের সেট আপ অনুযায়ী জনবল থাকা সত্ত্বেও দৈনিক ভিত্তিতে বাইরের জনবল নিয়োগের পাশাপাশি সরকারী ছুটির দিন ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন সেটআপভুক্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ছুটি বিক্রি করে নগদায়ন এবং উক্ত ছুটির দিনগুলিকে পূনরায় কর্মদিবস হিসাবে গণ্য করে মূল বেতনের চেয়ে অতিরিক্ত হারে অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে সেট আপের তুলনায় কম জনবল দ্বারা কাজ করানোর জন্য কর্তৃপক্ষের জারীকৃত আদেশের আলোকে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু রাখার অজুহাতে দ্বিগুণ হারে অধিকাল ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অধিক হারে অধিকাল ভাতা প্রদানের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ পরিশোধিত টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১১

শিরোনাম ঃ **অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে শ্রমিক নিয়োগ করায় ৩,৮৬,৬১৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করায় সংস্থার ক্ষতি।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি ডেসা লালবাগ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডেসা, স্বামীবাগ, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ২৭-৪-২০০৫ হতে ৩-৫-২০০৫, ৪-৫-২০০৫ হতে ৯-৫-২০০৫ খ্রিঃ।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৩,৮৬,৬১৪ টাকা। (পরিশিষ্ট- ১১ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নম্বর ঃ সূত্র নং-অম/অবি/উ-১/বিবিধ-৬/০৩/ ১৪৮৯ তাং ১৪-০৭-২০০৩ অনুযায়ী কাজ নেই মজুরী নেই ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করার নীতিমালার (জ) নম্বর শর্ত মোতাবেক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নিয়োগাদেশ এ কার্যালয় থেকে প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব নিষ্পত্তিমূলক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অবিলম্বে উক্ত শ্রমিকদের নিয়োগাদেশ বাতিল করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১২

শিরোনাম ঃ **ক্যাবল স্থাপন কাজে অধিক পরিমান বালু ভরাট কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৩,১০,৪৩৭ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।**

বিষয়বস্তু ঃ ক্যাবল লাইন স্থাপন কাজে অতিরিক্ত বালু ভরাটের কাজ দেখিয়ে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন বিভাগ-১, ডেসা, গুলশান-১, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ১১-০৫-২০০৫ হতে ১৬-০৫-২০০৫ পর্যন্ত।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৩,১০,৪১৭ টাকা (পরিশিষ্ট ১২ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ বি, এফ, আর-৪৬ ও ৪৭ নং বিধি অনুযায়ী যে কোন ব্যয় পরিশোধের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা দায়ী।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ নিরীক্ষিত অফিস আপত্তির সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১৩

শিরোনাম ঃ **অনুমানভিত্তিক পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখিয়ে বিদ্যুৎ এর অপচয়সহ জেনারেটিং সিষ্টেমও ডেসার ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ নিরীক্ষাধীন বিভাগের আওতাধীন ৫ জন এফ শ্রেণীর [এইচ টি গ্রাহক] গ্রাহকের কিলোভার ঘন্টা মিটার না থাকা সত্ত্বেও অনুমানভিত্তিক পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় করে বিল জারী এবং বৎসরের পর বৎসর পাওয়ার ফ্যাক্টরের উন্নতি না করে ফেলে রেখে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন (পরিশিষ্ট ১৩ দ্রষ্টব্য)।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি ডেসা, ধানমন্ডি।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ০৮-৬-২০০৫ হতে ১৩-৬-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।

অনিয়ম ঃ বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়মাবালী ও বিদ্যুৎ মূল্যহার প্রয়োগ বিধির ১৪.৩.১ ধারায় পিএফ যদি ০.৯৫ এর নিচে হয় তবে ৩ মাসের মধ্যে গ্রাহক নিজ খরচে প্রয়োজনীয় পিএফ শুদ্ধ করনের সরঞ্জামাদি স্থাপন করবে নতুবা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ ক্রমিক নং-১ ও ২ এর গ্রাহকগণকে অস্থায়ী এইচ, টি গ্রাহকে রূপান্তর করা হয়েছে। আর্থিক সমস্যার কারণে অদ্যাবধি সাব ষ্টেশন স্থাপন করা যায়নি। তবে বিধি মোতাবেক ০.৮ হারে পি, এফ, চার্জ আদায় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতমূলক। আর্থিক সংগতির কথা বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-১৪

শিরোনাম ঃ **এফ ও সি শ্রেনীর গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৬৬,২০,০৬০ টাকা অনাদায়ী।**

বিষয়বস্তু ঃ এফ ও সি শ্রেনীর ১৩ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৬৬,২০,০৬০ টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ী রয়েছে।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, পোস্তগোলা, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ১০-০৩-২০০৫ হতে ১৫-০৩-২০০৫ পর্যন্ত।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৬৬,২০,০৬০ টাকা। (পরিশিষ্ট- ১৪ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ সেন্টাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭ (এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সকল প্রকার রাজস্ব আদায় করার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব প্রাপ্ত। এক্ষেত্রে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বকেয়া আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৬৬,২০,০৬০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১৫

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদার কর্তৃক বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত না করা সত্ত্বেও কার্যমূল্য পরিশোধ করায় ৫,৯৫,৭৯৫ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তু ঃ ঠিকাদার কর্তৃক বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ডেসা, লালবাগ, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪ খ্রিঃ।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ২০-০৪-২০০৫ হতে ০৩-৫-২০০৫ পর্যন্ত।
- **ডেসার আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৫,৯৫,৭৯৫ টাকা। (পরিশিষ্ট- ১৫ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ দরপত্র সিডিউল ও প্রাক্কলনের বর্ণনা অনুযায়ী ঠিকাদার বৈদ্যুতিক লাইনের ক্রটিযুক্ত বৈদ্যুতিক পোল উত্তোলন, কৌনিক টানা, ক্রস আর্ম, এলটি র‍্যাক, ইনসুলেটর, ব্রাকেট, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি বৈদ্যুতিক লাইন থেকে খুলে উদ্ধার করবেন এবং বিভাগীয় ষ্টোরে জমা দেওয়ার পর ষ্টোর থেকে ইস্যু ভাউচারের মাধ্যমে পুনরায় মালামাল নিয়ে লাইনে স্থাপন করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদার উদ্ধারকৃত মালামাল ভান্ডারে জমা দেয়নি এবং ভান্ডার হতে কোন মালামাল ইস্যু করা হয়নি। অর্থাৎ ঠিকাদার কর্তৃক কোন কাজ করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ ভান্ডার রক্ষক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকায় কাগজপত্র দেখানো সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব দায়িত্ব এড়ানোর কৌশলমাত্র। কারণ ষ্টোরকীপার অসুস্থ থাকলেও সকল নথিপত্র আলোচ্য দপ্তরেই সংরক্ষিত আছে। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ওগুলো নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করা হয়নি। তবে ঠিকাদারকে পরিশোধিত চূড়ান্ত বিলের সাথে প্রদত্ত ষ্টোরকীপারের প্রত্যয়ন অনুযায়ী ঠিকাদার নতুন সংযোজনের জন্য চাহিদাকৃত সকল মালামালের বিপরীতে উদ্ধারকৃত কোন মালামালই ষ্টোরে ফেরৎ দেননি। দরপত্র অনুযায়ী পুরাতন মালামাল ষ্টোরে ফেরৎ দিয়ে নুতন মালামাল নেয়ার কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ লাইন থেকে পুরাতন মালামাল উদ্ধার না করে নুতন মালামাল সংযোজন এর কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অবিলম্বে আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১৬

শিরোনাম ঃ **সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২,৭৭,৬৬,৫০০ টাকা বকেয়া।**

বিষয়বস্তু ঃ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের নিকট দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ (দক্ষিণ) ময়মনসিংহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী, আবাসিক প্রকৌশলী, ঝালকাঠি বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, ঝালকাঠি, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, বগুড়া।

- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।

- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ২৭-৫-২০০৫ হতে ০১-৬-২০০৫, ২৫-৫-২০০৫ হতে ৩০-৫-২০০৫, ১৮-৩-২০০৫ হতে ২১-৩-২০০৫, ১১-১২-২০০৪ হতে ১৬-১২-২০০৪, ৩১-১০-২০০৪ হতে ০৫-১১-২০০৪, ১১-৩-২০০৫ হতে ১৫-৩-২০০৫, ১৮-৩-২০০৫ হতে ২২-৩-২০০৫।

- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ২,৭৭,৬৬,৫০০ টাকা (পরিশিষ্ট ১৬ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ট্যারিফ আইন ১৯৮৯ এর ২৪ নং ধারা এবং সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭(এ) এবং বি. এফ. আর ৫৩(এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বোর্ডের যাবতীয় পাওনা আদায়ের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী দায়িত্বপ্রাপ্ত। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। নিরীক্ষিত ইউনিটসমূহ কর্তৃক উক্ত বকেয়া আদায়ের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ জরুরী ভিত্তিতে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৭

শিরোনাম ঃ- সিস্টেম লসের নামে ৩,২৮,৩২,৬৭১ টাকার বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়।

বিষয়বস্তু ঃ- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হার অপেক্ষা অধিক হারে সিষ্টেম লসের কারণে বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য বাবদ বোর্ডের ৩,২৮,৩২,৬৭১ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- **নিরীক্ষা অফিস** ঃ আবাসিক প্রকৌশলী বিদ্যুৎ সরবরাহ, কুষ্টিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি -১, সিলেট, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি, মৌলভী বাজার, আবাসিক প্রকৌশলী, বিউবো, ঝালকাঠি।
- **নিরীক্ষা বৎসর** ঃ ২০০৩-২০০৪
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ ২৭-২-০৫ হতে ০২-০৩-০৫ ; ৩১-১০-০৪ হতে ০৪-১১-০৪; ০৪-১২-০৫ হতে ০৯-১২-২০০৪; ১১-১২-০৪ হতে ১৬-১২-০৪;
- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ ৩,২৮,৩২,৬৭১ (পরিশিষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য)।**

অনিয়ম ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০০৩-২০০৪ সালে নিরীক্ষাধীন বিভাগের অনুকূলে সর্বোচ্চ সিষ্টেম লসের অনুমোদিত হার ১৪-২১%। কিন্তু স্থানীয় অফিস কর্তৃক মাসিক সর্বনিম্ন ১৯% এবং সর্বোচ্চ ২৭% হারে সিষ্টেম লস প্রদর্শন করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ সিস্টেম লস হ্রাস করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। সিষ্টেম লস হ্রাসের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে জবাবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ জরুরী ভিত্তিতে সিষ্টেম লস হ্রাস করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৮

শিরোনাম ঃ- নিখোঁজ গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২,৫১,৫৪,৮০০ টাকা অনাদায়ী।

বিষয়বস্তু ঃ- নিখোঁজ গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা আদায় করা হয়নি।

- নিরীক্ষা অফিস ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি, বিউবো, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-০৪।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ১৮-০৩-২০০৫ হতে ২২-০৩-২০০৫ খ্রিঃ
- বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ ২,৫১,৫৪,৮০০ (পরিশিষ্ট - ১৮ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭ (এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সকল প্রকার রাজস্ব আদায় করা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব হলেও তা এক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ লেজার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ নিরীক্ষিত ইউনিট জবাব প্রদান হতে বিরত থাকে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৯

শিরোনাম ঃ- এফ ও সি শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট পাওান বিদ্যুৎ বিল বাবদ, ৬৯,৩০,৭৭৬ টাকা আদায় করা হয়নি।

বিষয়বস্তু ঃ- এফ ও সি শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিলের ৬৯,৩০,৭৭৬ টাকা অনাদায়ী

- **নিরীক্ষা অফিস ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি-১, বিউবো, কুমিল্লা; নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
- **নিরীক্ষা বৎসর** ঃ ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ ১১-১২-২০০৪ হতে ১৬-১২-২০০৪; ১৮-০৩-২০০৫ হতে ২২-০৩-২০০৫ খ্রিঃ।
- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ** ৬৯,৩০,৭৭৬ টাকা (পরিশিষ্ট ১৯ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ সি পি ডব্লিউ এ কোডের অনুচ্ছেদ নং ১৭৭ (এ) মোতাবেক বিভাগীয় পাওনা যথাসময়ে আদায় করা বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব। কিন্তু এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ বকেয়া আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২০

শিরোনাম ঃ ৩০,৩৭,৮৪৪ টাকা অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান।

বিষয়বস্তু ঃ- কোন কাজের প্রত্যয়ন ছাড়াই কর্মচারীদেরকে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি।

- **নিরীক্ষা অফিস ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক পূর্ত নির্মাণ বিভাগ, বিউবো, চট্টগ্রাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি, বিউবো নোয়াখালী।
- **নিরীক্ষা বৎসর** ঃ ২০০৩-০৪
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ ০২-০৬-২০০৫ হতে ১০-০৬-২০০৫, ১৮-০৩-২০০৫ হতে ২১-০৩-২০০৫।
- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ** ৩০,৩৭,৮৪৪ (পরিশিষ্ট- ২০ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ৬-৮-১৯৯৬ তারিখের স্মারক নং ১৮৩- বিউবো (সচি)/বোর্ড/বিবিধ-১/৯৬ এর শর্ত মোতাবেক কাজের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, কাজের পরিধি হাজিরা খাতায় উপস্থিতির স্বাক্ষর ইত্যাদি অধিকাল ভাতা বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে এর প্রতিপালন না করে ঢালাওভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীগণকে বিধি বহির্ভূতভাবে অধিকাল ভাতা পরিশোধ করায় বোর্ডের নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বোর্ডের আদেশ অমান্য করে অধিকাল ভাতা পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-২১

শিরোনাম ঃ নিয়মিত লোড ব্যালান্সিং না করায় ৯ (নয়)টি ট্রান্সফরমার পুড়ে বোর্ডের ৮,০৪,০০০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক নিয়মিত ট্রান্সফরমার এর লোড ব্যালান্সিং করা হয়নি। ফলে ২০০৩-০৪ আর্থিক সালে বিভিন্ন কেভি এর ৯ (নয়) টি ট্রান্সফরমার পুড়ে বোর্ডের ৮,০৪,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়।

- **নিরীক্ষিত অফিস ঃ-** নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, দক্ষিণ বিউবো, ময়মনসিংহ।
- **নিরীক্ষার বৎসর ঃ-** ২০০৩-২০০৪।
- **নিরীক্ষার সময় ঃ-** ২৭-৫-২০০৫ হতে ০১-৬-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ-** ৮,০৪,০০০ টাকা (পরিশিষ্ট ২১ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সূত্র নং-২৪৫ বিউবো/সবি/টি-১/৯৯ তারিখঃ-২২-৯-১৯৯৯ সার্কুলারে নিয়মিত লোড ব্যালেন্সিং এর নির্দেশ রয়েছে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ নিয়মিত লোড ব্যালেন্সিং করা হয়। ঝড় বৃষ্টির মৌসুমে প্রচন্ড বজ্রপাতের কারণে উক্ত ট্রান্সফরমারগুলি অকার্যকর হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। ট্রান্সফরমারে বজ্রপাতের ফলে যে চার্জ ভোল্টেজ সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধের জন্য লাইটেনিং এ্যারেষ্টর এবং সিষ্টেম আর্থিং ব্যবহার করা হয়। এতদ্ব্যতিত আনব্যালেন্সড লোড, ওভার লোডিং ইনসুলেশন হ্রাস, তেলের ড্রাই ইলেকট্রিক ষ্ট্রেংথ হ্রাস পাওয়া অর্থাৎ অন্য যে সব কারণে ট্রান্সফরমার পুড়ে যায় সে বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র বজ্রপাতের দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জবাবে লোড ব্যালান্স করা হয় বলা হলেও বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা নিরীক্ষাকে প্রদর্শন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উল্লিখিত অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২২

শিরোনাম ঃ- সিডিউল বহির্ভূত আইটেমের বিপরীতে অর্থ পরিশোধে ৬,৩২,৪০০ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ- যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া প্রাক্কলনের বহির্ভূত দুটি আইটেমে ঠিকাদারকে ৬,৩২,৪০০ টাকা পরিশোধে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- **নিরীক্ষা অফিস ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী; নির্মাণ বিভাগ-,১৮, শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, বিউবো, কুমিল্লা।
- **নিরীক্ষার বৎসর** ঃ ২০০৩-০৪ খ্রিঃ
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ ২৩-০৫-২০০৫ হতে ২৬-০৫-০৫ খ্রিঃ
- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ** ৬,৩২,৪০০ টাকা (পরিশিষ্ট-২২ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়ম ঃ সি, পি ডব্লিউ "ডি" কোডের ৮১ ও ৮৩ নম্বর অনুচ্ছেদে সঠিক প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং কার্য সম্পাদনের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ কাজের স্বার্থে সিডিউল বহির্ভূত আইটেমের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত দুটি আইটেম পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। প্রয়োজন ছিলনা বিধায় পূর্বেই মূল প্রাক্কলন হতে বাদ দেয়া হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২৩

শিরোনাম ঃ- প্রকৃত কাজের চেয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত কার্য্যমূল্য পরিশোধ করায় ৩,৮২,৩৭৩ টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ- বিভিন্ন কাজে প্রকৃত পরিমানের চেয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত কার্যমূল্য পরিশোধের কারণে মোট ৩,৮২,৩৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- **নিরীক্ষা অফিস ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৬-শহর বিদ্যুৎ বিতরণ, প্রকল্প বিভাগ-৩, নওগাঁ ; নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ; নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্ত নির্মাণ বিভাগ-১, বিউবো, ঢাকা।
- **নিরীক্ষার বৎসর** ঃ ২০০৩-০৪
- **নিরীক্ষার সময়** ঃ ০৭-০৬-২০০৬ হতে ১১-৬-২০০৫ ১০-০৪-২০০৫ হতে ১৪-০৪-২০০৫ ও ০৬-০৪-২০০৫ হতে ০৯-০৪-২০০৫খ্রিঃ
- **বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ঃ** ৩,৮২,৩৭৩ টাকা (পরিশিষ্ট -২৩ দ্রষ্টব্য)

অনিয়ম ঃ প্রকৃত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধের কারণে আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে কাজ করানো হয়েছে এবং প্রাক্কলনের অতিরিক্ত কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব নিষ্পত্তিমূলক নহে। যে বিষয়ে আপত্তি উথাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় আবশ্যক।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তর-নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক ও শতকরা হার ভিত্তিতে নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় যাচাই নিরীক্ষা সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উল্লিখিত আপত্তিসমূহের বিষয়ে সচিব বরাবরে আধা সরকারী পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় ২৩টি আপত্তিকে এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা
তারিখঃ- ১৯-৮-১৪১৩ বাং
০৩-১২-২০০৬ খ্রিঃ

(ওয়াজির আহমেদ ফাতেহ)
মহা পরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-২৯৬৭কম/এ-৭১৩ বই, ২০০৬।